উচ্ছ্বাস

গীতিকবিতা

"কুরুক্ষেত্র" প্রভৃতির প্রণেতা

কবিবর শ্রীযুক্ত নবীনচন্দ্র সেন-প্রণীত

ভূমিকা সহিত

কলিকাতা ;

১৩।৭ বৃন্দাবন বসুর লেন

সাহিত্য-যন্ত্রে

মুদ্রিত

১৩০১

কলিকাতা ;
২০১ কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট্ হইতে
শ্রীগুরুদাস চট্টোপাধ্যায় কর্তৃক প্রকাশিত
ও
১৩/৭ বৃন্দাবন বস্থর লেন, সাহিত্য-যন্ত্রে
শ্রীযজ্ঞেশ্বর ঘোষ কর্তৃক মুদ্রিত ।

বিজ্ঞাপন।

আমার এক বন্ধুর কতকগুলি কবিতা, সুপ্রসিদ্ধ কবিবর শ্রীযুক্ত নবীনচন্দ্র সেন মহাশয়কে দেখিতে দিয়াছিলাম। তিনি পড়িয়া আনন্দিত হইয়া আমায় যে পত্র লিখিয়াছেন, সেই পত্রখানি (লেখকের অনুমতি লইয়া) এই পুস্তকের ভূমিকাস্বরূপ প্রকাশিত হইল।

উচ্ছ্বাস-প্রণেতার নাম অপ্রকাশিত রহিল।

কলিকাতা।
২০শে শ্রাবণ ; ১৩০১। } শ্রীসুরেশচন্দ্র সমাজপতি।

ভূমিকা।

ভাই,

উচ্ছ্বাসের এই কবিতাগুলি পড়িয়া আমার প্রথম বোধ হইয়াছিল, কোনও নব্যতন্ত্রের শ্রেষ্ঠ কবির লেখা। যখন দেখিলাম যে, আধুনিক কবিতার লালিত্য ও মাধুর্য্যের সঙ্গে ভাবজটিলতা নাই, কোনও স্থানে অর্থ করিতে গলদঘর্ম্ম হইতে হয় না, তখন বুঝিলাম যে, বাঙ্গালার দুই সম্প্রদায় লেখকের গুণভাগ লইয়া লেখক এক নূতনতর পথ অবলম্বন করিয়াছেন। তার পর যখন তোমার মুখে শুনিলাম, লেখক একজন অল্পবয়স্ক যুবক, এবং তিনি একজন ধনীর সন্তান, তখন আনন্দে আমার হৃদয় পূর্ণিত হইল। আনন্দের দুইটি কারণ;—তিনি এ বয়সে এমন সুন্দর, সুললিত ও ভাবপূর্ণ কবিতা রচনা করিতে পারিয়াছেন, এবং আমাদের দেশের কমলার বরপুত্রগণ অকিঞ্চিৎকর আমোদ-প্রমোদে জীবন ক্ষয় না করিয়া জাতীয় সাহিত্যের প্রতি অনুরাগ প্রদর্শন করিতেছেন। আমি আশীর্ব্বাদ করি, এই নবীন লেখক দীর্ঘজীবী হইয়া বঙ্গসাহিত্যের মুখোজ্জ্বল করুন, ও আপনি যশস্বী হউন।

রাণাঘাট।
৮ই শ্রাবণ; ১৩০১।

স্নেহাকাঙ্ক্ষী
শ্রীনবীনচন্দ্র সেন।

সূচী



উচ্ছ্বাস

সন্ধ্যায়।

চঞ্চল তরঙ্গ তুলে’ নদী বহে’ যায়;
        সুনীল জলের পরে
        বায়ু আসি খেলা করে;
পবন পরশে মৃদু তরঙ্গ দোলায়।
চঞ্চল তরঙ্গ তুলে’ নদী বহে’ যায়।

সাঁঝের আঁধার রাশি আসে ধীর পায়;
        উন্মত্ত আদর ভরে
        ধরণীরে বুকে ধরে
বাহু প্রসারিয়া তারে আলিঙ্গিতে চায়।
সাঁঝের আঁধার রাশি আসে ধীর পায়।

সরম-রক্তিম আভা শোভে মেঘ-গায় ;
প্রান্তরের দূর পারে
ঢাকে রবি আপনারে,
ম্লান আলো নিভে আসে ধরণীর পায়
সরম-রক্তিম আভা শোভে মেঘ-গায়।

আকাশের প্রান্তে শোভে চাঁদের কিরণ।
কোমল সৌন্দর্য্যরাশি
সম্পূর্ণ উঠে নি ভাসি,
আলোকে আঁধারে মেশা, স্বপন যেমন।
আকাশের প্রান্তে শোভে চাঁদের কিরণ।

কুমুদের দলরাশি ফুটে' আসে আসে।
নয়ন জড়ায়ে যায়,
সৌন্দর্য্য উথলে তায়,
দুলিয়া তরঙ্গ রঙ্গে সলিলেতে ভাসে।
কুমুদের দলরাশি ফুটে' আসে আসে।

দূর হ'তে ভেসে' আসে কোকিলের গান;
কি যেন হয় নি করা
কি ভাবে হৃদয় ভরা
আকুল স্মৃতির মাঝে কেঁদে' ওঠে প্রাণ।
দূর হ'তে ভেসে' আসে কোকিলের গান।

মন্দ মন্দ বহি' যায় সাঁঝের বাতাস,
ফুলের সুগন্ধ টানি
মাখা'য়ে হৃদয় খানি
সৌন্দর্য্য সজীব করে অনন্ত আকাশ।
মন্দ মন্দ বহি' যায় সাঁঝের বাতাস।

লতায় পাতায় ওঠে কত যেন কথা।
যেন দেখা গেছে কা'র
নয়নের অশ্রুধার,
যেন বোঝা গেছে কা'র হৃদয়ের ব্যথা
লতায় পাতায় ওঠে কত যেন কথা।

যেন শোনা গেছে কা'র দুঃখ-দীর্ঘশ্বাস
যেন কা'র হৃদিতলে
যে বিষাদ-সিন্ধু চলে
এ যেন তরঙ্গ তা'র—তাহারি আভাস।
যেন শোনা গেছে কা'র দুঃখ-দীর্ঘশ্বাস।

বিষাদ আঁধার কা'র নয়নের কূলে ;
অধরের ম্লান হাসি,
অশ্রুজল তাহে ভাসি,
কা'র কথা ভাবি যেন গেছে সব ভুলে
বিষাদ আঁধার কা'র নয়নের কূলে।

বোধ হয় সব যেন স্বপনের ভুল,
কি যেন স্বপন-গান
আকুল করেছে প্রাণ,
কি যেন রূপের মোহে হৃদয় আকুল।
বোধ হয় সব যেন স্বপনের ভুল।

হৃদয়ের শত শত আকাঙ্ক্ষা যেমন,
শাখা হ'তে ঝরে ঝরে
পড়ে ফুল ধরা পরে,
অসময়ে অযাচিত দারুণ মরণ।
হৃদয়ের শত শত আকাঙ্ক্ষা যেমন।

তারকার ক্ষীণ জ্যোতি আকাশের গায়,
আঁধারের মাঝখান
জোনাকীর ক্ষুদ্র প্রাণ,
ধীরে ধীরে জ্বলে' জ্বলে' নিভে' নিভে' যায়
তারকার ক্ষীণ জ্যোতি আকাশের গায়।

আঁধার ঘনায়ে' আসে আকাশের প্রাণে ;
কি যেন প্রাণের পরে
হৃদয় আকুল করে,
চাহে শুধু শ্রান্ত হৃদি বিশ্রামের পানে।
আঁধার ঘনায়ে' আসে আকাশের প্রাণে।



আপনারে দিতে ধরা

সে দিনের কথা গিয়েছি ভুলিয়ে
জানি নে কেমন করে’;
সে দিনের স্মৃতি ফেলেছি মুছিয়ে
চির জনমের তরে।
আজিও তেমনি এসেছি আবার,
হৃদয় তেমনি আবেগে ভরা;
শুধু সে দিনের মত আসি নাই আর
আসিয়াছি আজ শুধু এক বার
আপনারে দিতে ধরা।

তুমিও কি আজ যা’বে না ভুলিয়ে
সে দিনের যত কথা,
একবার কি গো যা’বে না ভুলিয়ে
দিয়েছি যে সব ব্যথা?

আজ কেহ মোরে আনে নি ডাকিয়া
আগেকার মত অপেক্ষা করা
হইল না। তাই আপনি আসিয়া
তোমার দুয়ারে আছি দাঁড়াইয়া
আপনারে দিতে ধরা।

আজিও তেমনি জ্যোছনা উঠেছে,
তেমনি উদেছে' তারা;
লতিকায় ফুল তেমনি ফুটেছে,
পবন কাঁদিয়া সারা;
ডাকিতেছে আজ কোকিল তেমনি,
তরুশাখা যত কুসুমে ভরা।
তা'দের সবাই ডাকিছে তেমনি,
আমি শুধু আজ এসেছি আপনি
আপনারে দিতে ধরা।

আর ত কেহই যায় নি' ভুলিয়ে
সে দিনের কথা যত;
সবাই তেমনি উঠেছে হাসিয়ে,
আছে সে' দিনের মত;

সে দিন কেহই যায় নি' ভুলিয়া,
সে দিনের মত আজিও ধরা ;
উঠিছে কুসুম তেমনি ফুটিয়া।
শুধু আমি আসিয়াছি সকল ভুলিয়া
আপনারে দিতে ধরা।



তিনটি



(জগতের পান্থবাসে)



জগতের পান্থবাসে মোরা
শুধু দুই দিন করি বাস ;
এ জগতে কি আছে সম্বল ?
শুধু দুখ, শুধু দীর্ঘশ্বাস।

তার পরে দুই দিন পরে
অসম্পূর্ণ কার্য্য-ক্ষেত্র ফেলি,
জগতের কোন্ দূর প্রান্তে
তাড়াতাড়ি যাই ফিরে চলি।



(পবনের দীর্ঘশ্বাস)



পবনের দীর্ঘশ্বাস সম
মানবের জীবন ধরায়,
কেঁদে মরে বিশ্রামের তরে,
বিশ্রামের শান্তি নাহি পায়

পবনের জীবনের মত
এ ধরার এ জীবন তা'র।
শুধু শোক শুধু দীর্ঘশ্বাস
শুধু দুঃখ শুধু অশ্রুধার।



(ধরায়)

এ ধরায় আমরা কেবল
ঘুরে মরি সুখের সন্ধানে ;
হাসি, কাঁদি, আর যাহা করি
দুঃখ জাগে সদাই পরাণে।

সুখ তরে নিশি দিন ধরি
ফেলি মোরা দুঃখে দীর্ঘশ্বাস।
দুঃখ-মেঘ ছেয়ে ফেলে দেয়
নিভৃত এ হৃদয় আকাশ।



এই কি গো ?



"কাছে আসিলে ত কেহ কাছে রহে না !
কথা কহিলে ত কেহ কথা কহে না !
হাতে পেলে ভূমিতলে ফেলে চলে যায় !
হাসিয়ে ফিরায় মুখ কাঁদিয়া সাধিলে !"
মায়ার খেলা।

এই কি গো রীতি এ ধরার,
কাতর মুখের পানে এক বার মুখ তুলে
কেহ কি গো নাহি চা'বে আর ?
সুখের তরঙ্গ মাঝে দুঃখের তরণী সম
ভাসি' যাবে হৃদয় তাহার ?

দূরে থাকা তা'ই ভাল তবে!
মুহূর্ত্ত আবেগ ভরে অনিশ্চিত সুখ আশে
কেন এত ছুটাছুটি ভবে?
দূরে কেহ মুখ তুলে চায় কেহ শুধু চাহিয়াও যায়
কাছে এস কথা নাহি ক'বে।

ভেসে আসে বাঁশরীর গান,
দূরেই মাধুরী তার সৌন্দর্য্য নাহি ত কাছে,
কাছে তাহা প্রাণশূন্য তান।
কাছে এলে সবে ফেলে যায় ফিরে কই কেহ নাহি চায়
এই করে জগতের প্রাণ।

কহিলে কহে না কেহ কথা,
বাক্যহীন বৃক্ষশাখা তাহারো উপরে পাখী
গাহি কহে মরমের ব্যথা।
চিরদিন চিরদিন কহিলে কহে না কেহ
এই কিগো জগতের প্রথা?



হায় রে কল্পনা যদি



হায় রে কল্পনা যদি হ'ত সত্য কথা,
সত্য যদি হ'ত দূর স্বপনের জাল;
তবু কি রহিত এই হৃদয়ের ব্যথা;
হাসিতে কি ঢাকিত না দুঃখের কঙ্কাল

তবু কি গো শোক-তাপ-ক্লিষ্ট হৃদিপরে
ছুটিত না শত ক্ষুদ্র আনন্দ নির্ঝর?
তবু কি গো আনন্দের স্রোত বেগ ভরে
মুছিত না হৃদি হ'তে এ দুঃখের স্তর?

তবু কি গো হৃদয়ের প্রান্তে প্রান্তে দূরে
উঠিত না ফুটি যত আনন্দ কুসুম?
তবু কি জড়িত স্মৃতি লয়ে ধরাপুরে,
লভিত না এ হৃদয় বিশ্রামের ঘুম?



কেন স্মৃতি।



কেন স্মৃতি বসি আর আশার সমাধিপরে,
জ্যোতিহীন নয়নেতে অশ্রুবারিধারা ঝরে ?
কি কথা পড়েছে মনে কি কথা গেছিলে ভুলে;
অতীতের কথা বুঝি এসেছে অতীত খুলে ?
চেপেছে কি যেন ভার কাতর বুকের মাঝে,
হৃদয়বীণায় বুঝি সকরুণ সুর বাজে ?
স্বপনের সম যাহা, তা'র কথা ভুলে যাও,
হৃদয় ভাঙ্গিলে যদি মরণে বিস্মৃতি পাও।



গোধূলিতে



দূরে দূরে বহু দূরে প্রান্তরের পার
সমাধি শয্যায় যায় দিন আপনার;
সুনীল জলের পর
তপনের ম্লান কর;
স্তব্ধ শান্ত চরাচর
স্থির আকার।
ধরণী ছাইয়া ধীরে আসিছে আঁধার।

তল তল ছল ছল নদী বহে' যায়;
ঢেউগুলি পড়ে লুটি' দু'টি তীরপায়;
আকাশের বুক পরে
মেঘরাশি থরে থরে,
বাতাসে ঘুরিয়া মরে
কাতর প্রায়;
অলস হৃদয় যেন চেতনা হারায়।

ফিরে যায় পাখীগুলি গাহি সুধাগান।
কাহার রূপেতে মোর ভরেছে পরাণ!
কাহার রূপের ভারে
ভরা হৃদি চারি ধারে,
করিবারে চাহি কা'রে
হৃদয়-দান।
আমি ভাবি গা'ব শুধু সৌন্দর্য্যের গান।



কেন

হায়! হায়! কেন এই মানব জীবন?
কেন এ সুখের আশা, দুঃখের তাড়না?
কেন এই মরীচিকা সুখের স্বপন?
কেন এ নয়ন প্রান্তে সদা অশ্রুকণা?
কেন সদা ঘুরে মরা সুখের সন্ধানে?
কেন সদা নিরাশায় ব্যথিত হৃদয়?
কেন সদা বৃথা আশা হৃদয়েতে আনে
সে সব স্বপন, যাহা হইবার নয়?
কেন সদা ব'হে মরা ভগ্ন হৃদি ভার?
কেন হায় হতাশ্বাসে ভেঙ্গে যায় বুক?
কেন জেগে' সুখস্বপ্ন দেখা অনিবার?
কেন নিস্ফল বাসনা ল'য়ে খুঁজে' মরা সুখ?
কেন এসে মাঝে মাঝে জগতের দুখ
হৃদয়ের আশা আলো করে অন্ধকার?



কোন আলেখ্যদর্শনে।

উন্মীলিত ও দুই নয়নে,
  সব আছে জীবনের জ্যোতি নাই আর।
ওই হৃদি মৃত্যু আলিঙ্গনে
  পাইয়াছে মরণের শান্ত পরপার।

এখনও হৃদয়ে আমার
  রহিয়াছে ও মূরতি, শান্ত, পুণ্যময় ;
ও মূরতি জাগে বার বার,
  হৃদয়েতে স্বপ্নবশে নিশীথ সময়।

গেছ তুমি চলি যেইখানে,
  সেইখানে নাহি বুঝি শোক তাপ ভয় ;
সেইখানে পবনের গানে,
  হয় বুঝি নরহৃদি পুণ্যপ্রেমময়।

সেথা কি গো বৃক্ষশাখা পরে
　সুমধুর কলকণ্ঠ বিহঙ্গমগণ,
গান করে সুমধুর স্বরে
　জুড়াইয়া নরহৃদি তাপের ভবন ?

সেথা কি গো শোকতাপময়
　(জরাজীর্ণ এ ধরার দুঃখের আঘাতে)
মানবের সঙ্কীর্ণ হৃদয়
　ভুলে যায় শোক, জ্বালা পুণ্যময় রাতে ?

সেখানে কি যাইলে মানব
　এ ধরার যাহা কিছু সব ভুলে যায় ?
পাপময় এ ধরার রব
　আর কি শ্রবণ তার শুনিতে না পায় ?

তাই বুঝি ভুলেছ সকল !
　তাই বুঝি ভুলে নাহি চাহ একবার !
তাই বুঝি নর কোলাহল
　পশি'ছে না একবার শ্রবণে তোমার !

———※০※———

এস গো ফিরিয়া।



এস ফিরি এস ফিরি গৃহেতে আবার।
যে দিন হইতে তুমি গিয়াছ চলিয়া,
বহিছে সবার নেত্রে দুঃখ-অশ্রু-ধার।
এস গো ফিরিয়া।

তোমা বিনা আনন্দও নিরানন্দ ঢাকা।
সঙ্গীতে মোহিনী শক্তি গিয়াছে ত্যজিয়া,
তাহার সে রব যেন নিরানন্দ মাখা।
এস গো ফিরিয়া।

এক দিন যেই নামে অপাঙ্গে সবা'র
আনন্দের অশ্রুকণা আসিত বহিয়া,
আজি সেই নামে সবে বর্ষে অশ্রুধার।
এস গো ফিরিয়া।

কোথায় পাইব তোমা জানি না ত কেহ,
শুধু তোমা খুঁজি সবে কাঁদিয়া কাঁদিয়া ;
বলে দাও একবার কোথা তব গেহ।
এস গো ফিরিয়া।

নীরবে একটি অশ্রু না হ'তে পতন
তা'র স্থানে আর এক দাঁড়ায় আসিয়া ;
তোমা বিনা দুঃখময় সবা'র জীবন।
এস গো ফিরিয়া।

কোথা তুমি ? যেইখানে সাগরের জলে
ধবল সমুদ্র-ফেন চলেছে ভাসিয়া ?
এ জগতে থাক কিম্বা সাগর অতলে,
এস গো ফিরিয়া।

কোথা তুমি ? যেইখানে সুনীল আকাশে
বায়ুবেগে মেঘমালা চলেছে' ছুটিয়া ?
মরতেতে থাক কিম্বা সাগর-আবাসে—
এস গো ফিরিয়া।

কোথা তুমি ? যেথা শত তারকা উজ্জল
ধবল গিরির পানে রয়েছে চাহিয়া ?
যেখানেই থাক তুমি ভুলিয়া সকল,
এস গো ফিরিয়া।

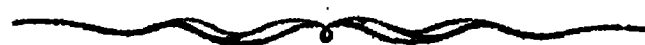
এ গৃহে আনন্দ-ধারা বহুক আবার,
জুড়াক নয়ন মন তোমায় হেরিয়া,
বহুক সুখের অশ্রু নয়নে সবার,
এস গো ফিরিয়া।

কোকিল



এস তুমি বসন্তের সখা,
বসন্তের প্রিয় সহচর!
হৃদয়ের বিষাদের রেখা
মুছে দাও ধরণী উপর।
ফুলে ফুলে ছেয়েছে' কানন
শাখে শাখে ফুটি অগণন
বায়ু পরে সুগন্ধ ছড়ায়।
এস! ওই তীব্র মধু সুরে
প্রতিধ্বনি জাগাও মধুরে
যাহে হৃদি দুঃখ ভুলি' যায়।
এস! ওই কুহু কুহু গানে
করি' দাও প্লাবিত প্রান্তর;
তেয়াগিয়া ধরার পরাণে,
গীতস্বর প্লাবিবে অম্বর।

ধরণীর শোক, দুঃখ, ভয়
শ্রান্ত হৃদি যাইবে ভুলিয়া ;
কত শ্রান্ত ধরার হৃদয়
প্রেমালোকে উঠিবে ফুটিয়া।
বহি যায় দখিণে বাতাস
নীলাকাশ সৌন্দর্য্য প্রকাশ
(আপনাতে আপনি মগন)।
সেই উচ্চ জগতের মত
ছুটাও এ ধরা পরে যত
আনন্দের লহরী মোহন।
ওই তীব্র সুমধুর স্বরে
ভুলে' যাই জগতের সব,
শুধু রবে শ্রবণ বিবরে
ওই তব প্রাণকাড়া রব।



কাছে।



'এই শেষ অনুরোধ রাখিও আমার
'কাছে তুমি আসিবে না আর'।
সে হৃদয়-ভরা প্রেম বিনিময়ে তা'র
ক্ষুদ্র এই আকাঙ্ক্ষা আমার।
জীবনের মধ্যাহ্ন সময়ে
হৃদি দিয়ে ভালবেসেছিলে;
যত প্রেম আছিল হৃদয়ে
মোরে তা'র সব দিয়েছিলে;
সে সব বিস্মৃত স্মৃতি স্মরি একবার
এই শেষ অনুরোধ রাখিও আমার
'কাছে তুমি আসিবে না আর'।
পাছে তোমা' এতদিনে হেরিলে আবার
পূর্ব্ব স্মৃতি ওঠে উথলিয়া;
অজ্ঞাতে নয়নে পাছে বহে অশ্রুধার
ব্যাকুলিয়া উঠে পাছে হিয়া।

মরণের করের পরশে
দুঃখ, জ্বালা ঘুচিবে সকল,
বসি মোর সমাধির পাশে
ফেলিয়ো না নয়নের জল।
দহিবে এ ভগ্ন হৃদি সে অশ্রু তোমার
চির শান্তি তাও হায় ভাঙ্গিবে আমার?
কাছে তুমি আসিবে না আর।

এ জীবনে সদা হৃদি পুড়েছে আমার—
শান্তি শুধু আনিবে মরণ।
কাতর প্রার্থনা মোর রাখিয়ো এবার
পূর্ব্ব প্রেম করিয়া স্মরণ।
মরণের কর পরশন
জুড়াইবে হৃদয় আমার,
করিয়ো না সে সুখ হরণ
বরষিয়া অশ্রুবারি-ধার।
মরণের কোলে ভুলি দুঃখ, অশ্রুধার
সমাধিতে শ্রান্ত হৃদি ঘুমা'বে আমার।
কাছে তুমি আসিয়ো না আর।



তুমি।

এত দিনে তবু তোমা' চিনিতে নারিনু হায়,
নারিনু বুঝিতে তব হৃদে জাগে কি যে আশা,
নিয়ত হৃদয় ভরে কি আশায়, নিরাশায়,
আনত নয়ন তব কহে কি নীরব ভাষা।—
উজলিয়া রাখে হৃদি ওই তব রূপরাশি ;
ও সুধা সৌন্দর্য্য হৃদি চিরব্যাপ্ত করি রয় ;
অধরের প্রান্তে তব ওই মৃদু মধু হাসি
হৃদয়ের প্রান্তে প্রান্তে আলো সম বোধ হয়।
কি যে ভাব আছে তব ও' দুই নয়ন'পরে
ক্ষুদ্র এক দৃষ্টি তাই হৃদয় ভেদিয়া যায় ;
কোমল সৌন্দর্য্যে তব কি এক মাধুরী ঝরে
যা'র তরে হয় হৃদি যেন পাগলের প্রায়।
বিদ্যুতের জ্যোতি সম, হেরিলে ক্ষণে'র তরে
ও' তব সৌন্দর্য্যে তবু হৃদয় ভরিয়া যায়।

দাও

হৃদয় আকাশ জুড়ি' নিরাশা মেঘের খেলা,
দুঃখের সাগর নীরে ডুবিছে সুখের বেলা,
অনন্ত আঁধার হৃদে আসিতেছে ঘনাইয়া;
শ্রান্ত এ অবশ প্রাণ পড়িতেছে ঘুমাইয়া,

হৃদয়ের ভাব যত মিশাইয়া গেছে সব,
পশে না শ্রবণে আর জগতের কলরব,
জগতের যত কিছু বুঝিতে পারি নে তা'ও
নীরবে যাতনা-হারী একটি চুম্বন দাও।



বর্ষায়।



ঝর ঝর ঝরিতেছে বরষা-ধারা,
ছুটিয়াছে স্রোতস্বতী আপনা-হারা,
তীরে তীরে পোরা জল
তল তল ছল ছল
বহে' যায় অবিরল
তরঙ্গ ধারা।
মল্লার গাহিছে বুঝি সুদূরে কা'রা!

শ্যামল নদীর তীর পুরেছে ধানে,
কেতকী ফুটেছে কত দূরে বাগানে,
আলোতে আঁধারে মিশে'
ছাইয়াছে দশ দিশে
দোয়েল মধুর সীসে
গাহিছে গানে।
কি যেন কত কি কথা জাগিছে প্রাণে

ভরেছে পাতায় ফুলে নবীনা লতা,
কচি শাখা পাতা ভারে হয়েছে নতা,
চাতক উড়িছে দূরে
অসীম অম্বর পুরে
গাহিছে কাতর স্বরে
হৃদয়ে ব্যথা।
সাধ যায় কা'রে কহি প্রাণের কথা।

মেঘেতে ঢেকেছে রবি ম্লান আলো,
আমি ভাবি আলো কিম্বা আঁধার ভালো,
আকাশের সারা গায়
মেঘরাশি উড়ে যায়
ধরণী গ্রাসিতে চায়
আঁধার কালো।
সাধ যায় আজ কারে বাসিতে ভালো।

শ্বসিয়া শ্বসিয়া বায়ু বহিয়া যায়,
ছুটেছে কল্পনা আজি পাগল প্রায়,

কোন স্বপ্নপুরী হ'তে
অলস অবশ স্রোতে
পড়িতে হৃদয় পোতে
তরঙ্গ ধায়।
কা'রে ভাবি প্রাণ আজি আকুল হায়!



ভালবাসা স্থর।



যবে মোরা ভগ্ন হৃদি লয়ে
ভ্রমি এই ধরার উপরে,
অতীতের ভালবাসা স্থর
পশে যদি শ্রবণ-বিবরে,—
তবে অতীতের নিদ্রাগত স্বপ্ন
জাগি' কত উঠিবে আবার,
ফুটিবে সে' ম্লান মুখে হাসি
অশ্রু-জল চির-সাথী যা'র।

অতীতের ভালবাসা মুখ
আমাদের হৃদয়ে যেমন
জাগাইয়া যায় কত শত
অতীতের স্মৃতি পুরাতন,
তেমনি সে ভালবাসা সুর
আমাদের হৃদয় কন্দরে
অতীতের পূর্ব্বস্মৃতি কত
জাগাইয়া যা'বে স্তরে স্তরে।



কোন চাতকের প্রতি।

নীল আকাশের পথে চলেছ ধাইয়া,
হৃদয়ের বেগ ভরে একাকী গাহিয়া ;
অনন্ত আকাশ-পথে
উন্মুক্ত পবন-পথে
ধীরি ধীরি গান গাহি' একাকী চলিয়া যাও,
উন্মুক্ত পরাণে শুধু একা একা গান গাও।
এ ধরার যাহা কিছু সব তুমি ঘৃণা কর,
ত্যজিয়া এ পাপধরা যাও তাই বায়ু পর,
ত্যজি ধরা
পাপ-ভরা
একা একা চলি যাও,
একা একা গান গাও,
এ ধরার পাপময় ভূমি
নভঃপ্রিয়! ঘৃণা কর তুমি ;—

তাই ত্যজিয়াছ যাহে ধূলা আছে এ পাপ ধরার,
সুনীল আকাশপথে ধীরি ধীরি যাও অনিবার।
এ ধরার সুখ, দুঃখ ও হৃদয় ভেদ নাহি করে ;
উন্মুক্ত পরাণে শুধু গান গাও পবনের পরে।

ও মধুর গীতধ্বনি চঞ্চল পবন
ধীরে ধীরে ভাসাইয়া লয়ে' চলে' যায়,
নীরব প্রকৃতি যেথা নিস্তব্ধ নির্জন
সেইখানে স্বর তব অনন্তে মিলায়।

পথ-ভোলা ক্ষুদ্র তব যে মধুর স্বর
ধরায় ভাসায়ে' আনে চঞ্চল পবন,
সেই এতটুকু স্বর এতই সুন্দর
আকুল করিয়া তোলে মানবের মন।

আরো উর্দ্ধে, আরো উর্দ্ধে নভঃপথে যাও,
আপনার ক্ষুদ্র তনু গগনে মিশাও,
শুধু তুমি গান গাও,
শুধু তুমি নভে ধাও

অনন্ত মেঘের রাজ্যে দেহ তুমি আপনার
পাও পাখী মিশাইতে যেন আনন্দ অপার।
অনন্ত মেঘের রাজ্যে মিশাইয়ে আপনারে
দেখিয়া তা'দের খেলা ভুলে যাও আপনারে,
সেই খেলা
সারা বেলা
দেখ ভুলি আপনারে,
দেখ ভুলি এ ধরারে ;
দেখ চাহি বিমুগ্ধ নয়ান,
গাও শুধু প্রাণ-কাড়া গান।
অনন্ত অম্বর কোলে স্থাপি' ওই ক্ষুদ্র কলেবর
খুলিয়া হৃদয় দ্বার গাও কত সুমধুর স্বর,
চঞ্চল পবন তা'য় বুকে লয়ে দূরে চলে যায়,
পথ ভোলা দু'একটি ভাসি' আসে পাপের ধরায়।

তুমি পাখী নহ এই পাপের ধরার
তোমার ও গীত নহে জগতের তরে।
ঊর্দ্ধে গগনের পথে যাও অনিবার
গান গাও সুললিত পবনের পরে।



একবার আলোক হেরিয়া।



একবার আলোক হেরিয়া
পড়ে' থাকা আবার আঁধারে,
তা'র চেয়ে থাকা সে'ত ভাল
চিরকাল আঁধার মাঝারে।

একবার ভালবাসি' কা'রে
বহে' মরা ভগ্ন-হৃদি-ভার,
তা'র চেয়ে সেই ত গো ভাল
ভাল নাহি বাসা এক বার।



এস তবে।

এস তবে! ওই তব মোহের ছায়ায়
ভর এ কাতর হৃদি; কল্পনা যেমন
কবির হৃদয় পরে মোহ ঢালি যায়,
ক্ষণেকের সুখে, দুঃখে ভরিতে জীবন;
নিমেষে অধরে হাসি উঠিলে ফুটিয়া
বাঁধিয়া রাখিতে তা'রে; ভগ্নহৃদি ভরে
নয়নে নয়ন-জল পড়িলে ঝরিয়া
বাঁধিয়া রাখিতে তা'রে ভাষাময় ডোরে।
কাতর হৃদয় মোর অবসন্ন প্রাণ
আশারাশি দুঃখ-স্রোতে গিয়াছে ভাসিয়া,
হতাশায় গীত শ্লোকে গাহিব যে গান
অশ্রুজল তা'র সাথে রহিবে মিশিয়া;
তবু যদি ওই তব মোহ-ছায়া হেরি,
কাতর উল্লাস ওঠে এ হৃদয় ঘেরি।



বিচ্ছেদ

যে'খানে প্রণয় থাকে আমি সেথা থাকি ;
প্রেমিক যুগলে আমি দূরে দূরে রাখি।
মিলনের পূর্ণশশী আলোকে যখন
প্রেমিক-হৃদয় শোভে মধু পূর্ণিমায়,
আমি আসি' সে হৃদয়ে জলদ যেমন
হৃদয় আঁধার করি আমার ছায়ায়,
ক্ষণতরে মিলনের জ্যোতি নিভাইয়া
তাহার মাধুরী আরো যাই বাড়াইয়া।

মিলন।

বিচ্ছেদ যাতনে যবে প্রেমিক যুগল
নয়নের অশ্রুধারা মুছে অবিরল;
অশ্রুপূর্ণ তাহাদের নয়নে তখন
স্বর্গের সুষমারাশি সৌন্দর্য্য আমার;
দোঁহারে দোঁহার করে করি সমর্পণ
ঘুচাই হৃদয় হ'তে বিষাদ আঁধার।
জগতের দুই প্রান্তে প্রেমিক দু'জন,
তাহাদের মাঝে তবু আমি আকর্ষণ।

কি যেন।



কি যেন প্রাণের পরে চলে গেল ছুঁইয়া ;
কি ভাবে বিভোর করি প্রাণখানি ছাইয়া
ওই অলস নদীর তীরে
জ্যোছনা ঘুমায় ধীরে ;
স্তিমিত তারকা-বালা কা'র পানে চাহিয়া !
আর দু' একটি শ্রান্ত তারা
চাহিয়া চাহিয়া সারা
আত্মহারা, সুখহারা, পড়িতেছে খসিয়া !
শুধু কুসুম তরুর কোলে
ভিজিয়া শিশির জলে
হাসিতেছে আকাশেতে চাঁদ পানে হেরিয়া।

নীরব স্পর্শের হেন
কি যে কোন ভাব যেন
মেঘেদের ফাঁক দিয়া ধীরে ধীরে নামিয়া।
স্তিমিত হৃদয় কোলে
মাথাটি অবশে ফেলে
একেবারে ছেয়ে গেল হৃদিখানি জুড়িয়া।
সেই যে গভীর রাত্রে হৃদিখানি ছাইয়া।



বলি বলি করি



"নিমেষের তরে সরমে বাধিল,
মরমের কথা হ'ল না।
জনমের তরে তাহারি লাগিয়ে
রহিল মরম বেদনা!"
মায়ার খেলা।
বলি বলি করি' বলা
হ'ল না তা'য়;
লাজ-ভয়ে খুলিল না
অধর হায়!
আঁখিতে পরাণ খানি
আশা, তৃষ্ণা, সব আনি'
নীরবে, না কহি' বাণী
কাতর প্রায়
চাহিয়া রহিল মুখে
কাতর প্রায়।

সরমে বাধিয়া গেল
অধরে কথা,
হ'ল না প্রকাশ যত
মনের ব্যথা!
মুহূর্ত্ত লাজের ভরে
সারা জীবনের তরে
রহিল তাহার তরে
হৃদয়ে ব্যথা,
শুকায়ে পড়িল যে গো
হৃদয়লতা!

প্রথম মিলন



সখি !

যে দিন প্রথম দেখা হ'ল দুজনায়
নিস্তব্ধ গভীর রাতি
আকাশে জ্যোছনা ভাতি
মধুর বসন্ত বায়ু ধীরে বহি' যায়
লাবণ্য উছলি ওঠে প্রকৃতির গায়।

দূর হ'তে ভেসে' আসে কোকিলের গান
যেন কা'র বাঁশী সুরে
দশ দিক গেছে পুরে
কি যেন আকুল ভাবে জেগে' ওঠে প্রাণ
শ্রান্ত হৃদি চাহে যেন ধীর অবসান।

দুলে' দুলে' পবনেতে কেঁপে' ওঠে শাখি,
সুনীল নদীর জল,
চঞ্চল তরঙ্গ দল,
অজানা শ্রান্তিতে যেন মুদে আসে আঁখি ;
কি ভাবে পরাণ যেন ভরে থাকি' থাকি'।

তীর-তরু-লতাগুলি নীরবে ঘুমায়
তরল নদীর বুকে
জ্যোছনা ঘুমায় সুখে
প্রতিবিম্ব বোধ হয় প্রকৃতের প্রায়,
আদরে তটিনী যেন তরঙ্গে দোলায়।

দূরে তরু শাখে শাখে ক্ষুদ্র ফুলগুলি
কি যেন প্রেমের ভাষা
পরাণে জাগায় আশা
চাহিছে কাহার পানে ক্ষুদ্র আঁখি খুলি'
কি যেন মনের কথা গেছে সব ভুলি'।

সেই দিন সেই দিন সখিলো ! তখন
রূপের স্বপনে মোর
হৃদয় আছিল ভোর
রূপের মোহেতে হৃদি ছিল নিমগন
"কেমনে বাঁধিয়া গেল নয়নে নয়ন।"

মরণ-পার



আগে গেলে, ফেলে' গেলে, নাহি খেদ তা'য় ;
　　দুখ, অশ্রু, সুখ-হাসি
　　দুই দণ্ডে যায় ভাসি,
মিলন, বিচ্ছেদ হেথা দু'দণ্ডে ফুরায় ;
দু'দণ্ডে ধরার হায় সব ভেঙ্গে যায় !

গিয়াছ রাখিয়া একা ধরণী মাঝার ;
　　মরণের সিন্ধুকূলে
　　দুখ জ্বালা সব ভুলে,
চির মিলনের দেশে মিলিব আবার ;
জগতের শোক তাপ নাহি র'বে আর।

ওই মূরতির ধ্যানে রহিব মগন;
যত দিন র'ব ভবে
ও মূরতি হৃদে র'বে,
ও মূরতি হৃদি-ছাড়া হ'বে না কখন;
দোঁহারে আনিয়া শেষে মিলা'বে মরণ।

তা'র পর মরণের সাগরের পারে
ধরায় মুছিয়া ফেলি
ধরার স্মৃতির ধূলি
মিলিব আবার চির-মিলনের ধারে,
এক দণ্ড ছাড়িব না কেহ আর কা'রে।



কেন

কেন বল্ সই! বার বার তুই
ওই কথা ফিরে বলিস্ আর?
আপন হৃদয় পারিনে বাঁধিতে,
কেমনে হৃদয় বাঁধিব তা'র?

হৃদয়-মাঝারে স্মরিয়া যাহারে
অবিরল ঝরে নয়নজল,
অভিমান করি তাহারি উপরি
কেমন করিয়া রহিব বল্?

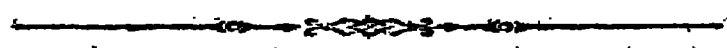
তা'র ভালবাসা কেন করি আশা
কিছু ত স্বজনি! ভেবে না পাই,
তাহারে স্মরিয়া আপনা হেরিয়া
সরমে স্বজনি! মরিয়া যাই।

ক্ষুদ্র এ হৃদয় তাও তো সে-ময়,
এই ক্ষুদ্র হৃদে তাহারে চাই!
মোর কত ক্ষুদ্র হৃদি তাই ভাবি যদি
সরমে আপনা ঢাকিতে যাই।

যাহারে হেরিয়া আপনা ভুলিয়া
ওঠে উছলিয়া যমুনা-জল,
যাহার চরণ করি পরশন
হাসিমাখা হয় কদম-তল;

যা'র বাঁশি-সুরে আধ ভাসা পুরে
পবন আপনি ভরিয়া যায়,
মূরতি যাহার নয়ন আমার
নয়নে নয়নে হেরিতে পায়;

কোন প্রাণে মরি মোর সে শ্রীহরি
হৃদয় হইতে করিব দূর,
মান অভিমান রহে কি স্বজনি!
শুনিলে বাঁশিতে দুখের সুর?



তবে।



হৃদয়েতে যত কিছু ছিল,
সকলি তা দিয়াছি তোমায়;
জীবনের সুখ, আশা-স্রোত,
তারা সবে তোমা পানে ধায়।-

সে উচ্ছ্বাস নয়নের কূলে
নতদেহ সৌন্দর্য্যের ভারে—
মর-হৃদে যাহা কিছু ছিল,
উপহার দিয়াছি তোমারে!

হৃদয়ের যতনে রক্ষিত
হতাশার যাতনা ভীষণ,
ও সৌন্দর্য্যে নাহি দিয়া তাহা
তাই শুধু রেখেছি আপন;

আপনারে দিয়াছি তোমায়
আছে আর অশ্রুজল ভবে,
নাই যদি দিলে প্রতিদান—
এস, তাও লয়ে যাও তবে।



তুমি ও আমি।

আকুল আঁখি খুলে'
তোমারে দেখি যত,
নয়নে পড়ে আসি'
মাধুরী নব তত;

আকুল হৃদি-মাঝে
যতই ফিরে' চাই,
ততই হৃদি জুড়ে'
তোমার দেখা পাই;

তোমারে ছাড়ি' যত
জগৎ দেখি ভাবি,
ততই ধরা ঘিরে'
তুমি ত আস নাবি।

তোমারে ছাড়ি' দেখি
নাহিক সুখ আশা,
আমারে মনে হয়
তোমারি হৃদি-ভাসা;

তোমারে ছাড়ি' দেখি
হৃদয় মরুভূমি,
তখনি মনে হয়
আমার সব তুমি।



সংসারের পথে।

কেন্দ্রচ্যুত, লক্ষ্যহীন অভাগা তারকা
অনন্ত আঁধারে,
ছুটিয়া উন্মত্ত প্রায় ধ্বংস পানে ছুটে যায়
আঁধার মাঝারে।

দিয়াছিল যেই জ্যোতি হৃদয়ে তাহার
প্রকৃতি-জননী
নিজদোষে ক্ষুদ্র তারা হয়ে' সেই জ্যোতি-হারা
ছুটেছে আপনি।

কোথায় পাইবে স্থান স্থির নাহি তা'র
ছুটিতে ছুটিতে
ধ্বংস-সিন্ধু তা'রে যেন ডাকিছে আকুল হেন
পেতেছে শুনিতে।

যেই জ্যোতি দিয়াছিলে হৃদয়ে আমার
আলোক উজল,
সেই জ্যোতি হারাইয়া দেখিতেছি তাকাইয়া
আঁধার কেবল।

অনন্ত আঁধার-রাশি ঘেরা চারি ধারে
হৃদয় আমার,
ধ্বংস-সিন্ধু হৃদি গ্রাসি, ছুটিছে তরঙ্গ-রাশি
শুধু চারি ধার।

লও তবে লও ডাকি নিকটে তোমার
ছুটি কোথা হ'তে!
আশাহীন, শান্তিহীন, ব্যথিত, বিষাদে ক্ষীণ
সংসারের পথে।



প্রেমে

"আজ্রি সেই চির দিবসের প্রেম,
অবসান লভিয়াছে,
রাশি রাশি হয়ে, তোমার পায়ের কাছে।
নিখিলের সুখ, নিখিলের দুখ
নিখিল প্রাণের প্রীতি,
একটি প্রেমের মাঝারে মিশেছে
সকল প্রেমের স্মৃতি,
সকল কালের সকল কবির গীতি।"

মানসী।

আকুল জীবনে আকুল হৃদয়
যত প্রেম ছিল তা'য়,
এক হয়ে আজ সে সকল যেন
পড়েছে তোমার পায়;
শতমুখী প্রেম এক মুখে বহে তা'য়।

হৃদয়-আকাশে ভেসেছে উজল
যত তারকার হাসি,
সে সকল আজ এক হ'য়ে যেন
মিশেছে তোমাতে আসি ;
অতীত হইতে মিশেছে প্রণয় রাশি।

মনে হয় যেন জীবনে জীবনে
মরণের পর পার,
ভাল বাসিয়াছে কাতর হৃদয়
তোমারেই অনিবার ;
মুগ্ধ হৃদয় তুমি ভরা চারি ধার।
চিরদিন আমি গেঁথেছি যে সব
প্রণয়ের গীত-হার,
হৃদয়ে পশিয়া তুমি যেন সদা
দিয়েছ জীবন তা'র ;
তা' না হলে তা'রা হ'ত শুধু কথা সার।

কাতর হৃদয়ে চির-জীবনের
প্রেমের কিরণরাশি
সন্ধ্যা-আকাশে রবি-কর সম
তোমাতে মিশেছে আসি;
অনন্ত প্রণয় তোমাতে এসেছে ভাসি'।
যত ভালবাসা উজল কিরণ
কাতর হৃদয়ে ভায়,
তোমাতে মিশেছে, সাগরের বুকে
শত স্রোতস্বতী প্রায়;
হৃদয়ের প্রেম পড়েছে তোমার পায়।

সমাপন

সুদূর সাগর-তীরে তপন ডুবিয়া যায় ;
অনন্ত আঁধার-রাশি ধরণীর বুক ছায় ;
সাঁঝের বাতাস লেগে' কাঁপিয়া উঠিছে শাখী ;
গাহিয়া মধুর গান ফিরি যায় নীড়ে পাখী।

জগতের কোলাহল থেমে' যায় ধীরে ধীরে ;
ঘরে ফিরে' যেতে গাভী মাঠ পানে চায় ফিরে ;
এখনো গিরির চূড়ে কণক কিরণ ভায়,
আকুল তৃষিত নেত্রে চলে যেতে ফিরে চায়।

পশ্চিমে মেঘের গায় লোহিতের ছায়া ভাসে,
সুদূর মেঘের হৃদে সৌন্দর্য্য ভাসিয়া আসে,
প্রণয়ী চুম্বনে গাঢ় প্রণয়িণী মুখ পরে
সরম-রক্তিম-আভা ফোটে যেন থরে থরে।

হোথা' দূরে নীলাকাশ চাঁদের কিরণে লুটে'
সে পূর্ণ লাবণ্য যেন আধ আধ ওঠে ফুটে';
চকিতে তারকা-বালা নয়ন খুলিয়া চায়
কি কোমল মাধুরীতে পবন ভরিয়া যায়।

প্রস্ফুট সৌন্দর্য্য রাশি লাজে আঁখি বাধ-বাধ,
কুমুদ চাঁদের পানে চাহে ওই আধ-আধ;
সলিল-আসনে বসি দুলিছে তরঙ্গে ভাসি'
কিরণ চুম্বন শত নীরবে পড়ি'ছে আসি'।

যেন কোন সুরপুরে অপ্সরীর বীণা হ'তে
করুণ মধুর গীতি ভাসি আসে এ জগতে;
তাহারি সুরের রেশ পশিতেছে যেন কানে,
অতীত স্মৃতির রেখা ফুটিয়া উঠিছে প্রাণে।

অলস অপূর্ণ কত বাসনা হৃদয়ে ভাসে,
আলস্যে আঁখির পাতা ধীরে ধীরে মুদে' আসে,
দলিত, শ্রীহীন, ওই হৃদয়ের ফুলবন
পরাণ ঘুমায়ে পড়ে। এই তবে সমাপন।



সমাপ্ত।